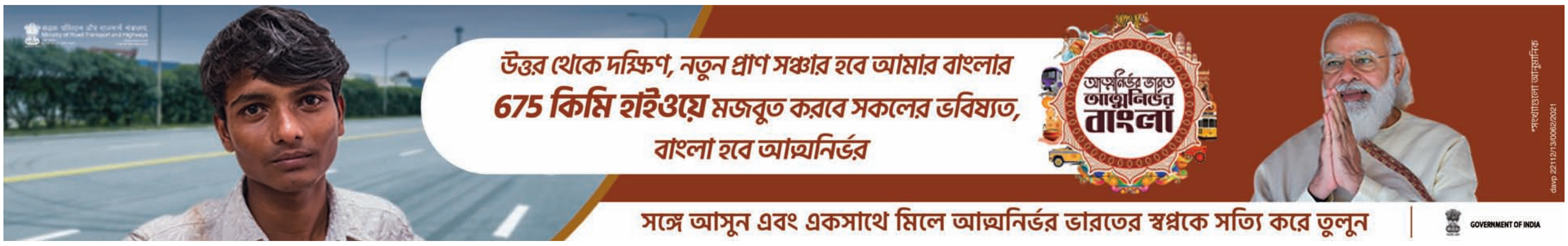
উত্তর থেকে দক্ষিণ, নতুন প্রাণ সঞ্চার হবে আমার বাংলার
675 কিমি হাইওয়ে মজবুত করবে সকলের ভবিষ্যত,
বাংলা হবে আত্মনির্ভর
আত্মনির্ভর ভারত আত্মনির্ভর বাংলা
সঙ্গে আসুন এবং একসাথে মিলে আত্মনির্ভর ভারতের স্বপ্নকে সত্যি করে তুলুন
GOVERNMENT OF INDIA
davp 22112/13/0062/2021

তিন বছরের মধ্যে পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধানের আশ্বাস সাংসদের

কালিম্পংয়ে পরিবর্তন যাত্রার মঞ্চে বিজেপি নেতারা। –সংবাদচিত্র

বিজেপির দাবি

- নির্বাচনি ইস্তাহারের সব প্রতিশ্রুতি পুরণের আশ্বাস
- মুখ্যমন্ত্রী পাহাড়ে বিভাজনের সৃষ্টি করেছেন, অভিযোগ ভারতীর
- গোর্খা ব্যাটেলিয়নে অ-গোর্খা কেন, প্রশ্ন রাজুর

শিলিগুড়ি, ২২ ফেব্রুয়ারি : আগামী লোকসভা নির্বাচন অর্থাৎ ২০২৪ সালের আগেই পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা হবে। সোমবার কালিম্পংয়ে পরিবর্তন যাত্রায় যোগ দিয়ে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট এই মন্তব্য করেন। তাঁর বক্তব্য, বিজেপি নির্বাচনি ইস্তাহারে যে সমস্ত আশ্বাস, প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সমস্তটাই পূরণ হবে। ১৫টি জনজাতিকে উপজাতির মর্যাদা দেওয়ার বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হচ্ছে বলে তিনি জানিয়েছেন। ওই সভায় বিজেপি নেত্রী প্রাক্তন আইপিএস ভারতী ঘোষ বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাহাড়ে বিভাজনের সৃষ্টি করেছেন।' তাৎপর্যপূর্ণভাবে এদিন বিজেপির এই পরিবর্তন যাত্রায় জিএনএলএফ প্রধান মন ঘিসিং সহ দলের অন্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন। রাজু বিস্টের এই মন্তব্য নিয়ে পাহাড়ের রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন ছড়িয়েছে। গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার বিমল গুরুং শিবিরের সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি বলেন, 'বিজেপি পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমাদের ১২ বছর নষ্ট করেছে। কোনও পদক্ষেপই করেনি। পাহাড়ের মানুষ বিজেপির এই ভুয়ো প্রতিশ্রুতিতে আর বিশ্বাস করে না।'

বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা এদিন কালিম্পং শহরে পৌঁছায়। কালিম্পং মেলা ময়দানে এই উপলক্ষ্যে একটি জনসভার আয়োজন করা হয়। সেই জনসভায় কেন্দ্রীয় পর্যটনমন্ত্রী প্রহ্লাদ সিং প্যাটেল বলেন, 'কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা বাংলায় আসছেন দেখে তৃণমূল নেতৃত্ব বলছেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা বাংলায় কেন আসছেন? আমি তাঁদের বলি, কেন্দ্রের মন্ত্রীরা বাংলায় আসবেন না তো কি বাংলাদেশে যাবেন? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও তো দিল্লিতে যান, তিনি কি তখন পরদেশি হয়ে যান? কেন্দ্র ও রাজ্যে একই সরকার থাকলে উন্নয়নের গতি আরও বাড়বে। তাই বাংলায় এবার বিজেপির সরকার হবে। আগামী পাঁচ বছরে আমরা বাংলার উন্নয়ন করে দেখাব।' এই জনসভায় ভাষণে সাংসদ বলেন, 'বিজেপি যে কথা বলে তা করে দেখায়। পাহাড় সমস্যাও আমরা মেটাব। নির্বাচনি ইস্তাহারে দেওয়া প্রতিশ্রুতি বিজেপি ভুলে যায়নি। আগামী লোকসভা ভোটের আগেই অর্থাৎ ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগেই পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে এবং তা বিজেপিই করবে। ১১টি জনজাতিকে তপশিলি উপজাতির মর্যাদা দেওয়ার দাবি নিয়েও কেন্দ্র কাজ করছে। এই দাবিও পূরণ হবে। পাহাড়ের মানুষ যেভাবে গত ১০ বছর ধরে বিজেপির উপরে ভরসা রেখেছেন, আগামীতেও রাখবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। রাজ্য সরকার পুলিশের গোর্খা ব্যাটালিয়ন তৈরির ঘোষণা করলেও সেখানে অ-গোর্খা পুলিশকর্মীদের কেন নেওয়া হচ্ছে, তা নিয়েও সাংসদ এদিন প্রশ্ন তুলেছেন। এদিনের সভায় উপস্থিত হলেও কোনও বক্তব্য রাখেননি জিএনএলএফের সভাপতি মন ঘিসিং, দার্জিলিংয়ের বিধায়ক নীরজ জিম্বা, গোর্খা লিগ নেতা প্রতাপ খাতি সহ অন্যরা।

মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ

শিলিগুড়ি, ২২ ফেব্রুয়ারি : পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে সোমবার কংগ্রেস ও সিপিএম যৌথভাবে মাটিগাড়ায় একটি মিছিল করে। উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস সভাপতি শংকর মালাকার, কংগ্রেস নেতা বিপ্লব দত্ত, সিপিএম নেতা তাপস সরকার প্রমুখ। এ বিষয়ে শংকর মালাকার বলেন, 'পেট্রোল, ডিজেল ও গ্যাসের দাম প্রতিদিন বাড়ছে। কিন্তু কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এই বিষয়ে নিশ্চুপ। পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম আকাশছোঁয়া। বিজেপি ও তৃণমূল ক্ষমতা দখলের লড়াই নিয়ে ব্যস্ত। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, প্রতিটি অঞ্চলে গিয়ে মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলন করা হবে।' এদিন মিছিল শেষে একটি পথসভাও করা হয়।

অন্যদিকে, শিলিগুড়ি বিধানসভা যুব কংগ্রেসের তরফে পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখানো হয়। বিক্ষোভকারীরা প্রধানমন্ত্রীর কুশপুতুল দাহ করতে উদ্যত হলে পুলিশ তাঁদের বাধা দেয়। শিলিগুড়ি বিধানসভা যুব কংগ্রেস নেতা সায়ন ঘোষ বলেন, 'কেন্দ্র-রাজ্য একযোগে মানুষকে সমস্যায় ফেলেছে। এর প্রতিবাদে আন্দোলন চলবে।' উপস্থিত ছিলেন যুবনেতা শাহানাওয়াজ হুসেন।

তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের বৈঠক

বাগডোগরা, ২২ ফেব্রুয়ারি : সোমবার তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের বাগডোগরায় জেলা কার্যালয়ে বৈঠক করেন রাজ্যস্তরের নেতারা। সংগঠনের রাজ্য সিনিয়ার সাধারণ সম্পাদক খলিদ ইবাদুল্লা, রাজ্য সম্পাদক শেখ শাহনওয়াজ আলি, দার্জিলিং জেলার সাধারণ সম্পাদক মেহেবুব আলম, দার্জিলিং জেলা সভাপতি মহিবুল ইসলাম, আইএনটিটিইউসি'র অলোক চক্রবর্তী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

খলিদ ইবাদুল্লা বলেন, 'দলের সভাপতি সুব্রত বকসির নির্দেশে আমরা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করছি। জেলার সংগঠনগুলিকে আরও মজবুত করার জন্য প্রতিটি জেলা কমিটিকে নির্দেশ দিয়েছি। তৃতীয়বারের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সরকার গঠন আমরাই করব।' শাহনওয়াজ আলি বলেন, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে কাদা ছোড়া শুরু হয়েছে। এসব করে কিছু হবে না। রাজ্যের মানুষ দিদির কাছে প্রচুর সুযোগসুবিধা পেয়েছেন।' তৃণমূলের নকশালবাড়ি ব্লক -১'এর সভাপতি আনন্দ ঘোষ বলেন, 'দার্জিলিং জেলায় সব ধর্মের সব সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে সংখ্যালঘু সেলের কমিটি গঠন করা হয়েছে।' অলোক চক্রবর্তী বলেন, 'অনেকদিন পর ঘরে ফেরায় আমি খুশি। আমাদের সকলকে একসঙ্গে সাংগঠনিক কাজ করতে হবে।'

চাপড়ামারির শিবচু বিটে একটি বুনো হাতিকে রেডিও কলার পরানো হচ্ছে।

গরুমারার হাতিকে রেডিও কলার

নাগরাকাটা, ২২ ফেব্রুয়ারি : রেডিও কলার পরানো হল গরুমারা ডিভিশনের আরেকটি বুনো হাতিকে। সোমবার চাপড়ামারি বনাঞ্চলের শিবচু বিটে একটি হাতিকে বন দপ্তরের তরফে রেডিও কলার পরানো হয়। এর আগে গত বছর একটি হাতিকে ওই কলার পরানো হয়েছিল। ডিএফও নিশা গোস্বামী বলেন, 'এতে হাতির পালের গতিবিধি সম্পর্কে বোঝা যায়। ফলে লোকালয়ে ঢোকার আগেই বনকর্মীরা পদক্ষেপ করতে পারেন।'

বন দপ্তর সূত্রে খবর, একটি স্ত্রী হাতিকে রেডিও কলার পরানোর জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল। দুটি কুনকি হাতির সাহায্যে ঘুমপাড়ানি গুলি ছুড়ে হাতিটিকে অচেতন করার পর সেটি পরানো হয়। এদিন রেডিও কলার পরানোর সময় গরুমারার ডিএফও নিশা গোস্বামী ছাড়াও চালসা রেঞ্জের শিবচু বিটের বনকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

ট্র্যাক্টর মিছিল

খড়িবাড়ি, ২২ ফেব্রুয়ারি : খড়িবাড়ি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস এবং দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কিষান খেতমজদুর কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সোমবার খড়িবাড়িতে ট্র্যাক্টর মিছিল হয়। পেট্রোল, ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি এবং কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে এদিন পথে নামেন তৃণমূলের কৃষক সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। মিছিলটি নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি গৌরসিংজোত থেকে শুরু হয়। পানিট্যাঙ্কি, বাতাসি, অধিকারী, ভালুকগাড়া হয়ে শেষ হয় খড়িবাড়িতে।

মিছিল শেষে খড়িবাড়িতে একটি পথসভা হয়। সাউন্ড বক্সে বাজতে থাকে 'খেলা হবে, খেলা হবে' স্লোগান। উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল খেতমজদুর সংগঠনের সভাপতি ছোটন কিসকু, দলের খড়িবাড়ি ব্লক সভাপতি হিরণ্ময় রায়, চেয়ারম্যান বাসুদেব রায় প্রমুখ। এদিনের কর্মসূচি প্রসঙ্গে ছোটন কিসকু বলেন, 'দিনের পর দিন কেন্দ্র সরকার ডিজেল, পেট্রোল ও গ্যাসের দাম বাড়িয়ে চলেছে। ফলে কৃষকরা চাষবাস করতে গিয়ে অসুবিধায় পড়ছেন।'

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

West Bengal State Health & Family Welfare Samiti
Swasthya Bhawan, Wing-'B', 3rd Floor
GN-29, Sector-V, Bidhannagar
Kolkata - 700 091
Brief Recruitment notice

West Bengal State Health & Family Welfare Samiti intends to engage on contractual basis for the position of **Consultant (Blood Safety)** in State Blood Cell under **National Health Mission,** Department of Health and Family Welfare, Government of West Bengal against consequential vacancy and to be posted at State Headquarter.

Details of the position:

NAME OF THE POSITION	NUMBER OF VACANCY	PLACE OF POSTING
Consultant (Blood Safety	1	State Headquarter

Eligible candidates should apply online in the prescribed format as given in the Department's website for the mentioned position.
Visit www.wbhealth.gov.in at the link "Recruitment" for details. Last date of completing the online application is 9th March, 2021.

Executive Director
WB SH & FW Samiti

ICA-459(3)/2021

পুলিশের ভূমিকায় খুশি বিজেপি

শিলিগুড়ি, ২২ ফেব্রুয়ারি : পরিস্থিতি বদলেছে অনেকটাই। বিজেপির কোনও কর্মসূচিতে পুলিশের মারমুখী চেহারা এখন অতীত। পরিবর্তন যাত্রায়ও যেভাবে প্রশাসন তার দায়িত্ব পালন করেছেন তাতে খুশি বিজেপি নেতৃত্ব।

বিজেপির কর্মসূচিতে পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে দলের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। কোনও জনসভা করতে গেলে জায়গার অনুমতি পর্যন্ত অনেক সময় মেলে না। এই নিয়ে বিভিন্ন সময় প্রশাসনিকস্তরে অভিযোগ জানানো হয়েছে। শুধু তাই নয়, শিলিগুড়িতে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করতে গিয়ে বাধার মুখে পড়তে হয়েছে বিজেপি নেতা-কর্মীদের। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দলীয় কার্যালয় থেকে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পরিবর্তন যাত্রার সময় পুলিশের দিক দিয়ে সহযোগিতা পাওয়া নিয়ে সন্দেহ ছিল বিজেপির নেতা-কর্মীদের মধ্যে। তবে নেতাদের বক্তব্য ছিল, পরিবর্তন যাত্রা হবেই। যেভাবেই হোক তাঁদের কর্মসূচি পালন করা হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, কোনওরকম বাধা ছাড়াই বিজেপি পরিবর্তন যাত্রা করেছে। এনিয়ে প্রশাসনের ভূমিকায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন বিজেপি নেতারা।

বিজেপির শিলিগুড়ির সাংগঠনিক জেলা সহ সভানেত্রী সবিতাদেবী আগরওয়াল বলেন, 'ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা এলাকা থেকে শুরু হয়ে গত দু'দিন ধরে শিলিগুড়ি মহকুমায় পরিবর্তন যাত্রার রথ বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি, আমরা পৌঁছানোর আগেই পুলিশ সেখানে পৌঁছে গিয়েছে। তাছাড়া গোটা রাস্তায় যেভাবে পুলিশ ছিল, তাতে আমরা খুশি। কোনও রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিতে পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা এমনই হওয়া উচিত।'

লড়তে পারে এনপিপি

বাগডোগরা, ২২ ফেব্রুয়ারি : বিধানসভা নির্বাচনে পাহাড়, তরাই, ডুয়ার্স সহ উত্তরবঙ্গে প্রার্থী দিতে পারে ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি)। সোমবার বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে দলের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা মেঘালয়ের ক্যাবিনেট মিনিস্টার জেমস পিকে সাংমা এ কথাই জানালেন।

এদিন কালিম্পংয়ে দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিতে যাওয়ার পথে সাংমা বলেন, 'আমরা তরাই, ডুয়ার্স, পাহাড় এবং উত্তরবঙ্গের সমতল এলাকায় প্রার্থী দিতে চাই। এখনও পর্যন্ত এককভাবেই লড়াই করার পরিকল্পনা রয়েছে। কোনও দলের সঙ্গে সমঝোতা করা নিয়ে এখনও কোনও আলোচনা হয়নি। পরিস্থিতি বিবেচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেব।' দলের জাতীয় সম্পাদক শশাঙ্ক গতরাজ বলেন, 'আমরা নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসাবে ঘুঁটি সাজাচ্ছি। সাংগঠনিক কাজকর্ম চলছে। নির্বাচন এলেই সব কিছু পরিষ্কার হবে।' দলের কালিম্পং জেলার সভাপতি দেবেন্দ্র দাহাল বলেন, 'পাহাড়ে অনুন্নয়ন, দুর্নীতি নিয়ে নির্বাচনি প্রচার চালাব। বর্তমানে আমাদের সংগঠনের শক্তি অনেকটাই বেড়েছে। বিরোধীদের পায়ের নীচের মাটি দুর্বল হয়েছে।' এদিন সাংমাকে স্বাগত জানাতে দলের নেতা-কর্মীরা কালিম্পং থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে আসেন।

কাঁচা পাতা পরিবহণে বিধি ঠিক করে দিল চা পর্ষদ

বোর্ডের নির্দেশ

- কাঁচা পাতার বাহ্যিক ক্ষতি তিনভাবে হতে পারে।
- গাছ থেকে তোলার সময় হাতে খুব বেশি সংখ্যক পাতা একসঙ্গে ধরে রাখা উচিত নয়।
- বালি বা তেল জাতীয় পদার্থ যাতে পাতার সঙ্গে না মেশে তা নিশ্চিত করতে হবে।

নাগরাকাটা, ২২ ফেব্রুয়ারি : বাগান থেকে কারখানা পর্যন্ত কাঁচা চা পাতা পরিবহণের ওপর 'স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর' (এসওপি) তৈরি করে দিল টি বোর্ড। খসড়া ওই এসওপি'র ওপর বড় চা বাগান ও বটলিফ ফ্যাক্টরি সহ ক্ষুদ্র চা চাষিদের কাছ থেকে মতামত আহ্বান করা হয়েছে। টি বোর্ডের শিলিগুড়ির জোনের উপনির্দেশক রমেশ কুজুর বলেন, 'উৎকৃষ্ট মানের চা পেতে গেলে কাঁচা পাতা পরিবহণের মতো উৎপাদনের প্রথম স্তরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে কারণে একটি এসওপি টি বোর্ডের পক্ষ থেকে তৈরি করে তা উৎপাদকদের কাছে পাঠানো হয়েছে। ক্ষুদ্র চা চাষিদের সর্বভারতীয় সংগঠন কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন (সিস্টা)-এর সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'টি বোর্ডের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। চাষিরা যাতে পাতার পরিবহণের সময় প্রোটোকল মেনেই সবকিছু করেন সে ব্যাপারে তাঁদের অবহিত করা হচ্ছে।' টি বোর্ড জানিয়েছে, কাঁচা পাতার বাহ্যিক ক্ষতি তিনভাবে হতে পারে। সেগুলি হল তোলা, পরিবহণ ও ফ্যাক্টরিতে আনলোডিংয়ের সময়। পরিবহণের সময় ক্ষতির কারণ হিসেবে টি বোর্ড তুলে ধরেছে ব্যাগে ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত পাতা বোঝাই, এক ব্যাগের ওপর আরেকটি ব্যাগ চাপিয়ে রাখা, কাঁচা পাতা বোঝাই গাড়ির অতিরিক্ত দূরে যাওয়া, গাড়ি ঠেসে পাতা নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি। শ্রীলঙ্কার একটি সমীক্ষার কথা তুলে ধরে খসড়া কাঁচা পাতার পরিবহণের এসওপি-তে টি বোর্ড জানিয়েছে তোলা, পরিবহণ ও আনলোডিং- এই তিন ক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ শতাংশের হিসেবে যথাক্রমে ১০.৪৭, ১৭.১৬ এবং ১১.২৬ শতাংশ। টি বোর্ড জানাচ্ছে উৎপাদনের গুণগতমান খারাপ হওয়ার পিছনে পরিবহণজনিত ভুলত্রুটিই সব থেকে বেশি দায়ী।

একগুচ্ছ খসড়া নির্দেশিকার মধ্যে টি বোর্ড জানিয়েছে, গাছ থেকে তোলার সময় হাতে খুব বেশি সংখ্যক পাতা একসঙ্গে ধরে রাখা উচিত নয়। দুটি কুঁড়ি, একটি পাতা তোলার পরপরই তা সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগে ভরে নিতে হবে। বালি বা তেল জাতীয় পদার্থ যাতে পাতার সঙ্গে না মেশে তা নিশ্চিত করতে হবে। বাগান থেকে তুলে নিয়ে আসার পর কাঁচা পাতার সংগ্রহ কেন্দ্রটি এমন স্থানে হতে হবে যেখানে রোদ-বাতাস পর্যাপ্ত রয়েছে। স্তূপ করে কাঁচা পাতা সংগ্রহ করা হলে তা গুণগতমানের ওপর প্রভাব ফেলবে। যদি পাতা নিয়ে বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে হয় সেক্ষেত্রে নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে কিছু ব্যাগ বা ক্রেটের তাপমাত্রা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। সেক্ষেত্রে তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অতিক্রম করে গেলে দ্রুততার সঙ্গে ওই ব্যাগকে আনলোড করতে হবে। ক্ষুদ্র চা চাষিদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ভরা মরশুমে পাতা তোলার পর ওজনের দু' থেকে তিনটি ব্যবস্থা রাখা হয়। এতে কাজটি তাড়াতাড়ি হবে। বাগান থেকে পাতা তোলার পর তা ৪ ঘণ্টার মধ্যে ফ্যাক্টরিতে পৌঁছানোর কথা বলা হয়েছে এসওপি-তে।

অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র চা বাগানের কাঁচা পাতা থেকে উৎপাদিত চা বিদেশে রপ্তানিযোগ্য করে তুলতে চায় টি বোর্ড। এই লক্ষ্যে চা চাষের বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক কলাকৌশল শেখাতে ক্ষুদ্র চা চাষিদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। চা গবেষণা সংস্থার (টিআরএ) উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা ওই প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। সোমবার থেকে টিআরএ'র নাগরাকাটা ক্যাম্পাসে ৫ দিনের আবাসিক প্রশিক্ষণ শিবিরটি শুরু হয়।

ট্রেনের দিন জানাবেন মোদি-হাসিনা

শিলিগুড়ি, ২২ ফেব্রুয়ারি : এনজেপি-ঢাকা ট্রেন চালু করতে সোমবার দুই দেশের ডিআরএম পর্যায়ের বৈঠক শুরু হল। এনজেপি স্টেশন সংলগ্ন রেলওয়ে ইলেক্ট্রিফিকেশন দপ্তরের কনফারেন্স হলে আয়োজিত বৈঠকে বাংলাদেশের পাকশি ডিভিশনের রেলওয়ে ম্যানেজারের পাশাপাশি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কাটিহার ও পূর্ব রেলের শিয়ালদার ডিআরএম উপস্থিত ছিলেন। সমস্ত বাধাবিপত্তি কাটিয়ে আগামী ২৬ মার্চের মধ্যে যাতে হলদিবাড়ি হয়ে এনজেপি-ঢাকা ট্রেন চালু করা যায় সেই বিষয় নিয়েই এদিন আলোচনা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শুভানন চন্দ বলেন, 'দুই দিনের বৈঠকে দুই দেশের ট্রেন চলাচল নিয়েই আলোচনা হচ্ছে। তবে কী আলোচনা হল তা ২৪ তারিখ সাংবাদিক বৈঠক ডেকে জানানো হবে।' উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম রবিন্দরকুমার ভার্মা বলেন, 'কবে থেকে ট্রেন চালু হবে তা দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী আগামী মাসে বসে ঠিক করবেন। তার আগে ট্রেন চললে কী সমস্যা হতে পারে, কী প্রয়োজন সেই সমস্ত বিষয়ে আমাদের আলোচনা চলছে।' রেল সূত্রে খবর, সোমবার এবং মঙ্গলবার দু'দিন বৈঠক হবে। এরপর বৈঠকের ফলাফল দু'দেশের বিদেশমন্ত্রকের কাছে পাঠানো হবে। সেখান থেকেই পরবর্তী আলোচনা হবে।

উড়ান বাতিল

বাগডোগরা, ২২ ফেব্রুয়ারি : সোমবার আহমেদাবাদ-বাগডোগরা-আহমেদাবাদ রুটের একটি উড়ান বাতিল হয়েছে। বিমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রযুক্তিগত কারণে উড়ানটি বাতিল হয়েছে। এদিন বিভিন্ন বিমানবন্দর থেকে বাগডোগরায় ৩০ জোড়া উড়ান যাতায়াত করেছে। বিভিন্ন বিমানবন্দর থেকে ৩,৮৯৪ জন যাত্রী বাগডোগরায় এসেছেন, এখান থেকে ৪,৮৮১ জন যাত্রী বিভিন্ন স্থানে রওনা হয়েছেন।

বিধাননগরে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রার সভাস্থলে তৃণমূলের গঙ্গাজল

ফাঁসিদেওয়া, ২২ ফেব্রুয়ারি : বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা বিধাননগর ছাড়তেই পুরোহিত ডেকে গঙ্গাজল ছিটিয়ে এলাকা শোধন করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা।

বিধাননগর সন্তোষিণী বিদ্যাচক্রের মাঠ থেকে সোমবার পরিবর্তন যাত্রা শুরু হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য কমিটির সহ সভাপতি দীপেন প্রামাণিক, শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি প্রবীণ আগরওয়াল, শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার পর্যবেক্ষক দীপ্তিমান সেনগুপ্ত প্রমুখ। দুপুরে চোপড়ার উদ্দেশে পরিবর্তন যাত্রা রওনা হওয়ার পর সন্ধ্যায় তৃণমূলের ফাঁসিদেওয়া সাংগঠনিক ২ নম্বর ব্লক সভাপতি কাজল ঘোষ দলীয় কর্মীদের নিয়ে স্কুলের মাঠে গিয়ে পুরোহিত ডেকে, মন্ত্র পড়ে, গঙ্গাজল ছিটিয়ে এলাকা শুদ্ধ করেন। মাঠে নেতাজির যে মূর্তিতে মাল্যদান করে বিজেপির রথযাত্রার সূচনা হয়েছিল, সেই মূর্তিটিও শুদ্ধিকরণ করা হয়।

কাজল বলেন, 'বিজেপি খলনায়ক। মিরজাফর এবং গুজরাটি ভাইদের ছবি লাগানো লরিতে রথযাত্রা করেছে। ওটা কোনও দেবতার রথ নয়। ওই রথ পবিত্র বিধাননগরকে অপবিত্র করেছে। তাই আমরা এলাকা গঙ্গাজল দিয়ে শুদ্ধ করে দিলাম।' তাঁর মতে, ফাঁসিদেওয়া বিধানসভা কেন্দ্রেও বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা সুপার ফ্লপ হয়েছে। বিজেপির উদ্বাস্তু সেলের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক কমিটির কনভেনার প্রণবেশ মণ্ডলের মন্তব্য, 'তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যে আর থাকছে না। ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার আগে এখন নাটক করছে। বিধাননগরে এত বড় উৎসব এই প্রথম। হাজারে হাজারে মানুষ র‍্যালিতে যোগ দিয়েছেন। যে তৃণমূল নেতা সুপার ফ্লপ বলেছেন, অতিসত্বর তাঁর চক্ষু চিকিৎসক দেখানো প্রয়োজন। ওঁর চোখে নিশ্চিত ছানি পড়েছে। কারা কাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করবে, সেটা মে মাসেই দেখা যাবে। সাধারণ মানুষ বিজেপির পাশেই রয়েছে।'

ফাঁসিদেওয়ার আরেক বিজেপি নেতা প্রাণগৌরাঙ্গ দেবনাথ বলেন, 'কত জায়গায় তৃণমূল নেতারা এভাবে শুদ্ধিকরণ করবেন, সেটাই এখন দেখার।' ঘোষপুকুরে পরিবর্তন যাত্রায় উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট, বিজেপির রাজ্য সহ সভাপতি ভারতী ঘোষ, রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসু প্রমুখ। রবিবার ফাঁসিদেওয়ায় রথ পৌঁছানোর আগেই রাজু বিস্ট, সায়ন্তন বসু কর্মসূচি থেকে চলে যান। রাতে ফাঁসিদেওয়া থানা মোড়ে বিজেপির পথসভায় আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন সাংসদ দশরথ তিরকি বলেন, 'ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘরে সিবিআই হানা দিয়েছে। গোরু পাচার, বালি পাচার সহ একাধিক অবৈধ কর্মকাণ্ডের পর্দা ফাঁস হতে চলেছে। মানুষ এখন আর তৃণমূলকে চাইছে না।'

সাক্ষাৎকার

সম্পূর্ণ ঠিকাভিত্তিতে উপযুক্ত প্রার্থীর নিযুক্তির দ্বারা রেলওয়ের নিম্নলিখিত শিক্ষকের শূন্যপদগুলি পূরণ করার জন্য **"সাক্ষাৎকার"** পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। স্থায়ী মাসিক একীভূত পারিশ্রমিক ভিত্তিতে তথা এর মেয়াদ **৩১-১২-২০২১** -এর অধিক হবে না অথবা রেলওয়ে নিয়োগ বোর্ডের নিয়মিত নির্বাচিত প্রার্থীর নিযুক্তি অথবা রেলওয়ের নিয়মিত কর্মীর উপলব্ধতা যেটি পূর্বে হবে অথবা শিক্ষাবর্ষ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তথা আংশিক সময় ভিত্তিতে এই নিযুক্তি করা হবে। শূন্যপদের বিশদ বিবরণ নীচে উল্লেখ করা হলো।

ক্র.নং	শ্রেণি	মোট শূন্যপদ	বিষয় অনুযায়ী শূন্যপদ	বিদ্যালয়ের নাম
০১	পিজিটি	০৪	০১-(রাজনিতি বিজ্ঞান) ০১-(অর্থনীতি) ০১-(তর্ক দর্শনশাস্ত্র) ০১-(হিন্দি)	রেলওয়ে এইচ.এস. বিদ্যালয়/লামডিং
০২	টিজিটি	০১	০১-(পিটিআই)	
০৩	পিআরটি	০৪	০৪-পিআরটি বাংলা	
০৪	টিজিটি	১০	০১-হিন্দি ০১-জৈব-বিজ্ঞান ০২-বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ০৪-কলা ০১-সংগীত ০১-চারুকলা	রেলওয়ে এইচ.এস. বিদ্যালয়/বদরপুর
০৫	পিআরটি	০৫	০৪-পিআরটি (ইংরাজি মাধ্যম) ০১-হিন্দি	
০৬	পিজিটি	০১	০১-হিন্দি	রেলওয়ে উচ্চ বিদ্যালয়/ডিমাপুর
০৭	টিজিটি	০৬	০১-বাংলা ০১-ইংরাজি ০১-সমাজবিজ্ঞান ০১-হিন্দি ০১-বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ০১-জৈব বিজ্ঞান	

ক্রমিক নং ১ থেকে ৭ পর্যন্ত "সাক্ষাৎকার"-এর স্থান ডিআরএম (পি)-এর কার্যালয়/লামডিং পিজিটি-এর জন্য তারিখ ও সময় ০৯-০৩-২০২১-এর ১০.০০ ঘণ্টা এবং টিজিটি ও পিআরটি-এর জন্য ০৯-০৩-২০২১-এর ১০.০০ ঘণ্টা। বিশদ বিবরণ ও আবেদন পত্রের জন্য, www.nfr.indianrailways.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।

উপরে উল্লেখিত ছাড়াও নিম্নলিখিত অতিরিক্ত পদগুলির জন্য সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হবে **৯ মার্চ ২০২১-এর সকাল ১০ টা থেকে।**

ক্র.নং	শ্রেণি	মোট শূন্যপদ	বিদ্যালয়ের নাম
০১	ঠিকাভিত্তিক কম্পিউটার প্রশিক্ষক	০৩	রেলওয়ে এইচ.এস. বিদ্যালয়/লামডিং
০২	ঠিকাভিত্তিক নৃত্য শিক্ষক	০২	
০৩	ঠিকাভিত্তিক সংগীত শিক্ষক	০২	
০৪	ঠিকাভিত্তিক স্পোকেন ইংলিশ	০২	
০৫	ঠিকাভিত্তিক কম্পিউটার প্রশিক্ষক	০২	রেলওয়ে এইচ.এস. বিদ্যালয়/বদরপুর
০৬	ঠিকাভিত্তিক কম্পিউটার প্রশিক্ষক	০২	রেলওয়ে উচ্চ বিদ্যালয়/ডিমাপুর

ডিআরএম (পি)/লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়